১। **রূপক** -

- **লক্ষণ -** রূপকং রূপিতারোপঃ বিষয়ে নিরপহ্নবে।
- **অর্থ-** নিরপহ্নবে অর্থাৎ শব্দতঃ বা অর্থতঃ যার নিষেধ করা হয়নি এরূপ বিষয়ে বা উপমেয় পদার্থে রূপিতের বা উপমান পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আরোপ হলে রূপক অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ উপমেয়ের উপর যখন উপমানের অভেদে আরোপ হয় তখন তাকে বলে রূপক অলঙ্কার।
- **বিভাজন-** রূপক অলঙ্কার মূলত তিনপ্রকারের হয়ে থাকে যথা- পরম্পরিত, সাঙ্গ, নিরঙ্গ। যেখানে একটি উপমানের আরোপ অন্য উপমানের আরোপের কারণ হয় সেখান **পরম্পরিতরূপক** অলঙ্কার হয়।**পরম্পরিতরূপক** আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা - ১।শ্লিষ্টপদ নিবন্ধন এবং ২। অশ্লিষ্টপদনিবন্ধন। এই দুইটি অলঙ্কার আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা -১।কেবল রূপক এবং ২। মালারূপক। অঙ্গসহ উপমানের অঙ্গসহ উপমেয়ে অভেদে আরোপ হলে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হয়ে থাকে **সাঙ্গরূপক** আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা ১। সমস্তবস্তুবিষয় এবং ২। একদেশবিবর্ত্তি। অঙ্গহীন উপমানের অঙ্গহীন উপমেয়ে অভেদে আরোপ হলে তাকে নিরঙ্গরূপক অলঙ্কার বলে। **নিরঙ্গরূপক** আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা -১। নিরঙ্গ কেবলরূপক ২। নিরঙ্গ মালারূপক
- **উদাহরণ -**

"আহবে জগদুদ্দণ্ড! রাজমণ্ডলরাহবে।
শ্রীনৃসিংহমহীপাল ! স্বস্ত্যস্তু তব বাহবে।। "

(অর্থ- হে দুষ্টদের দণ্ডদানকারী শ্রীনৃসিংহ মহীপাল ! যুদ্ধে বিপক্ষরাজমণ্ডল চন্দ্রস্বরূপ এবং তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে রাহুর মত ভয়ঙ্কর আপনার হাত দুটির জয় হোক !)

শ্রীনৃসিংহ মহীপালের উদ্দেশ্যে শ্লোকটি রচিত হয়েছে। জগতে উৎকৃষ্ট সৈন্য যার আছে সে হল জগদুদ্দণ্ড। এই রাজার বিপক্ষ সৈন্যদলে চন্দ্রবিম্বত্ব আরোপিত হয়েছে। যেভাবে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে, সেইভাবেই বিপক্ষ রাজার সৈন্যদের গ্রাস করবে রাজা শ্রীনৃসিংহ মহীপালের বাহু। এখানে 'রাজমণ্ডল' শব্দের অন্তর্গত 'রাজা' শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ। একটি অর্থ রাজা অপর অর্থ চন্দ্র। অতএব রাজমণ্ডল শব্দের অর্থ চন্দ্রমণ্ডল এবং রাজাসমূহ। এভাবে 'রাজমণ্ডল' শব্দটি শ্লিষ্ট।রাজমণ্ডলে চন্দ্রত্ব আরোপ দ্বারা রূপক হয়েছে বলেই পরবর্তী রূপকে অর্থাৎ রাজার বাহুতে রাহুত্ব আরোপ হতে পেরেছে। এইভাবে একটি আরোপ অপর আরোপের কারণ হওয়ায় এখানে শিষ্টশব্দনিবন্ধন কেবল পরম্পরিত রূপকের লক্ষণসংগতি ঘটেছে।

২। **উৎপ্রেক্ষা** -

- **লক্ষণ** - 'ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।'
- **অর্থ-** 'প্রকৃতস্য' অর্থাৎ উপমেয় পদার্থের 'পরাত্মনা' অর্থাৎ উপমান পদার্থরূপে যে সম্ভাবনা বা ভাবনা তাকেই বলে উৎপ্রেক্ষা।
- **বিভাগ-** প্রাথমিক ভাবে উৎপ্রেক্ষাকে - বাচ্যা ও প্রতীয়মানা এই দুই ভাগে বিভাজন করা যায়। যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনা বাচক 'ইব' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকে তাকে বলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। 'ইব' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না থাকলে হয় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উৎপ্রেক্ষণীয় বস্তুটি- জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্য হতে পারে। ফলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা চার প্রকার ,প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষাও চার প্রকার। এই আটপ্রকার উৎপ্রেক্ষার প্রত্যেকটির উৎপ্রেক্ষণীয় বস্তুটি ভাব ও অভাবের অভিমানবশতঃ দুইপ্রকার হয়। অতএব উৎপ্রেক্ষা ষোল প্রকার। এই ষোল প্রকার উৎপ্রেক্ষার (দ্রব্যোৎপ্রেক্ষা ছাড়া) প্রত্যেকটির হেতুটি জাতি গুণ বা ক্রিয়ার বারো প্রকার ভেদ। তারা প্রত্যেকেই আবার স্বরূপ, ফল ও হেতুভেদে তিনপ্রকার হয়।
- **উদাহরণ -**

" জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।। "

(রাজা দিলীপের মধ্যে জ্ঞান সত্ত্বেও মৌনতা ছিল, শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা ছিল এবং দান সত্ত্বেও আত্মপ্রশংসার অভাব ছিল। তাঁর মধ্যেকার জ্ঞান প্রভৃতি গুণগুলি লোকপ্রিয়ত্বাদি গুণান্তরের প্রযোজক হওয়ায় যেন তাদের সহোদর হয়েছিল)

রাজা দিলীপের মৌনত্ব প্রভৃতি গুণগুলি অন্যগুণের সহকারী ছিল বলে তাদের যেন পরস্পর সহোদর বলে বা সপ্রসবত্ব বলে মনে হত -একথাই কবি বলতে চেয়েছেন। শ্লোকটিতে 'গুণা' হল উপমেয় এবং 'সপ্রসবত্ব' গুণটি হল উপমান। উপমেয় জ্ঞান ,

মৌন প্রভৃতি গুণ সপ্রসবত্ব গুণরূপে উৎপ্রেক্ষিত হওয়ায় এস্থলে গুণোৎপ্রেক্ষা হয়েছে। 'ইব' শব্দের উল্লেখ থাকায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

৩। **দৃষ্টান্ত -**

- **লক্ষণ-** 'দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্ '
- **অর্থ -** দুটি আলাদা বাক্যে উল্লেখিত সাধারণ ধর্মদুটির সাদৃশ্য যদি তাৎপর্য্যালোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাহলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়।
- **বৈশিষ্ট্য-** ১। এখানে দুটি স্বাধীন বাক্যে একটিতে উপমান ও অপরটিতে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে।
  ২। উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে।
  ৩। উভয়স্থলের সাধারণধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা ভাবগত সাদৃশ্য থাকে। সেজন্যই উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্মদ্বয়ের মধ্যে বিম্ব- প্রতিবিম্বভাব কল্পনা হতে পারে।
  ৪। এখানে সাদৃশ্যবাচক ইবাদি শব্দ থাকে না।
- **বিভাজন-** সাধর্ম্যমূলক ও বৈধর্ম্যমূলক ভেদে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার দ্বিবিধ।
- **উদাহরণ-** " অবিদিত গুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
  অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা "

(রস ভাব ইত্যাদি কাব্যিক গুণগুলি অবিজ্ঞাত থাকলেও উত্তম কবির কাব্য শ্রবণমাত্রই কর্ণের আনন্দ উপস্থিত হয়। যেমন মালতী ফুলের মালা অনাঘ্রাৎসৌরভ হলেও নয়ন আকর্ষণ করে।) আলোচ্য শ্লোকে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে যথা 'বমতি' এবং 'হরতি'। দুটি সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য দুটি বাক্যও আছে। বমন এবং হরণ এই দুটি পৃথক ধর্ম হলেও একেবারেই যে ভিন্ন নয়, উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য আছে তা বাক্যার্থ পর্যালোচনা করলে জানা যায়। বমতি শব্দের অর্থ (উত্তম কবির কাব্য দ্বারা) কর্ণপ্রীতি জন্মান এবং হরতি শব্দের অর্থ দর্শন জনিত প্রীতি সৃষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে বিম্ব- প্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান। আবার 'অনধিগতপরিমলমালতীমালা ' এবং 'অবিদিতগুণা সৎকবিভণিতির ' মধ্যেও বিম্ব- প্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান। এভাবে উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব বর্তমান থাকায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে। এখানে বমন ও হরণ দুটোই ভাবপদার্থ হওয়ায় এটি সাধর্ম্যমূলক দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।